দৈনিক ইত্তেফাক

NOV. 30 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১৬

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছুটি

বৃটিশ আমল থেকে আমাদের দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে রমজান, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত ও বসন্তকালীন ছুটির বিধান আছে। আবার প্রতিটি পরীক্ষার পর ১০/১৫ দিন ছুটিও থাকত। তবে প্রায় এক যুগ হলো পরীক্ষার পর আর কোনো ছুটি থাকে না। এক ঘেঁয়েমিপনা দূর করতে এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মানসিক উন্নয়ন সর্বোপরি শিক্ষার মানোনয়নের জন্যই উল্লিখিত ছুটিগুলোর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু ইদানীং ছুটিগুলোর অধিকাংশই শিক্ষার মানোন্নয়নে অন্তরায় হয়ে পড়েছে বলে মনে করি। তাই ভবিষ্যতে ছুটির তালিকা প্রণয়নে কিছু প্রস্তাব রাখছি। ১) কোরবানির ঈদ ও দুর্গাপূজা উপলক্ষে ১০/১২ দিন ছুটি দেয়া হয়। আর এই ছুটিগুলো প্রায়ই কোনো না কোন পরীক্ষার আগে হয়ে থাকে। শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের চাপ ছাড়া মোটেই পড়াশোনা করে না। তাই এই ছুটি থাকায় শিক্ষার্থীরা পঠিত বিষয়গুলো এক রকম ভুলেই যায়। সুতরাং এই সমস্যারোধে যেকোন পর্ব উপলক্ষে সর্বোচ্চ চার দিন ছুটি থাকাই উত্তম।

২) বাংলাদেশের সকল এলাকায় একই সঙ্গে বর্ষা বা বন্যা হয় না। বর্ষার ছুটি এক/দেড় মাস এলাকাভিত্তিক হওয়া উচিত এবং সে তা প্রদানের ক্ষমতা উপজেলা শিক্ষা কমিটির ওপর ন্যস্ত করা উচিত।

৩) বাংলাদেশে কখন শীত, কখন গ্রীষ্ম এখন তার ধরাবাধা নিয়ম নেই। তাই বিভিন্ন ঋতুতে ছুটি না দিয়ে বরং প্রতি পরীক্ষার পর ১০/১৫ দিন বিদ্যালয় বন্ধ থাকলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মানসিক উন্নয়নে বিশেষ সহায়ক হবে বলে মনে করি।

৪) আগে যত পড়াশোনাই করা হোক না কেন পরীক্ষার আগের দেড়/দুই মাস পড়াশোনা অবশ্যই দরকার। তাই বিদ্যালয় পরীক্ষার আগে কোনক্রমেই বন্ধ রাখা চলবে না। বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য এটা বড়োই ক্ষতিকর।

মোঃ মনজুর রহমান,
প্রধান শিক্ষক,
মাকড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ।